কালের কণ্ঠ

তারিখ 27 FEB 2014
পৃ ৭ কলাম ৫

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের দুপক্ষে গোলাগুলি সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ২

ব্যারিকেড দিয়ে গাড়ি ও দোকান ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে এক কর্মীকে দুই পায়ে গুলি করার পর ছাত্রলীগের দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, গোলাগুলি ও ব্যাপক ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এতে এক পথচারী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জখম হয়েছেন সংগঠনটির এক কর্মী।

গতকাল বুধবার নগরের জিইসি মোড় ও আশপাশের এলাকাজুড়ে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষ চলাকালে ছাত্রলীগকর্মীরা বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত জিইসি মোড়ে সড়কে ব্যারিকেড দিয়ে ১৮-২০টি যানবাহন, ১২-১৫টি দোকানপাট ও কয়েকটি ব্যাংকের গ্লাস ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভাঙচুর করে।

গুলিবিদ্ধ দুজন হলেন পথচারী ইফতেখার হোসেন ও ছাত্রলীগকর্মী সাজ্জাদ হোসেন বাপ্পী। আহত অন্যজন হলেন সংগঠনটির কর্মী এম এ হালিম।

জানা গেছে, ওমর গণি এমইএস (মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি) কলেজ ছাত্রলীগের একাংশের সভাপতি মো. মহসিন ও ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) আরশাদুল আলম বাচ্চুর সমর্থকদের মধ্যে কলেজের আধিপত্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। এর জের ধরেই গতকাল দুপক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকালে কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দুপক্ষের কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হয়। পরে দুপুর আড়াইটার দিকে আরশাদুল আলম বাচ্চুর সমর্থকরা চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ এলাকায় মহসিনের সমর্থক সাজ্জাদ হোসেন বাপ্পীর দুই পায়ে গুলি করে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে জিইসি মোড় এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে মহসিন গ্রুপের নেতা-কর্মীরা জিইসি মোড় ও আশপাশের এলাকায় ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। বিকেল ৪টায় তাদের মিছিল থেকে ছোড়া গুলিতে বেসরকারি প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ পাস করা ইফতেখার হোসেন গুলিবিদ্ধ হন। তাঁকে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংঘর্ষে আহত হালিম বাচ্চুর সমর্থক।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত জহিরুল ইসলাম ভূঁইয়া কালের কণ্ঠকে জানান, ইফতেখার হোসেনের দুই পায়ে গুলি লেগেছে। এ ছাড়া পিঠ ও মাথায় জখমের চিহ্ন রয়েছে। হালিমের পিঠে জখম। তিনি বলেন, 'ছাত্রলীগের দুপক্ষ হাসপাতালে এসেও হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।'

নগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (পাঁচলাইশ জোন) দীপক জ্যোতি খীসা বলেন, জিইসি মোড় এলাকায় ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ হয়েছে। এখনো কোনো পক্ষ থেকে মামলা হয়নি। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

ছাত্রলীগ নেতা মো. মহসিন ঘটনার কথা স্বীকার করে বলেন, 'এমইএস কলেজ নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য আরশাদুল আলম বাচ্চু গ্রুপ দীর্ঘদিন ধরে ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করছে। বুধবার বিকেলে অতর্কিতভাবে আমাদের নেতা-কর্মীর ওপর বাচ্চু গ্রুপের নেতা-কর্মীরা হামলা চালায়। হামলার পর আমাদের বিক্ষুব্ধ কর্মীরা সড়কে ব্যারিকেড দেয় ও ভাঙচুর চালায়।'

অভিযোগ অস্বীকার করে আরশাদুল আলম বাচ্চু বলেন, 'প্রতিপক্ষের হামলায় আমাদের বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আমরা করছি না। মহসিন গ্রুপ এ ঘটনার জন্য দায়ী।'